89814 - সম্মানতি নবীদরে (আলাইহমিুস সালাতু ওয়াস-সালাম) মর্যাদার স্তরসমূহ

প্রশ্ন

কুরআন কারীমে আল্লাহর সম্মানতি নবী শুয়াইব, ইউসুফ, আইয়ূব, ইউনুস, মুসা, ইলয়িাস, আল-ইয়াসা, যুল-কফিল, দাউদ, সুলাইমান, যাকারয়িা, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মর্যাদার স্তর কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মহান আল্লাহ আমাদরেকে জানয়িছেনে যে তনিি কছিু নবীকে কছিু নবীর উপর মর্যাদা দয়িছেনে। মহান আল্লাহ বলনে: "আর যারা আসমানসমূহ ও যমীন আছে তাদরে সম্পর্কে আপনার রব অধকি অবগত। আর অবশ্যই আমরা নবীদরে কছিু সংখ্যককে কছিু সংখ্যকরে উপর মর্যাদা দযিছেি এবং দাউদকে দযিছেি যাবূর।" (সূরা ইসরা: ৫৫)।

মুসলমি উম্মাহ একমত যে রাসূলরা নবীদরে চয়েে উত্তম। এরপর রাসূলদরে মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য বদ্যিমান, যমেনটা আল্লাহ তায়ালা বলছেনে: "সে রাসূলগণ, আমরা তাদরে কাউকে অপর কারো উপর শ্রষ্ঠেত্ব দযিছেি। তাদরে মধ্যে এমন কউে রয়ছেনে যার সাথে আল্লাহ কথা বলছেনে, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেনে। আর মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে আমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করছেি ও রুহুল কুদুস দ্বারা তাকে শক্তশিালী করছেি। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদরে পরবর্তীরা তাদরে নকিট স্পষ্ট প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরকি যুদ্ধ-বগ্রিহে লপ্তি হত না; কন্তিু তারা মতভদে করলো। ফলে তাদরে কউে কউে ঈমান আনলো এবং কউে কউে কুফরী করল। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তারা পারস্পরকি যুদ্ধ-বগ্রিহে লপ্তি হত না; কন্তিু আল্লাহ যা ইচ্ছে তা করনে।" (সূরা বাকারা: ২৫৩)

নবী-রাসূলদরে মাঝে সর্বোত্তম পাঁচজন। যথা: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা আলাইহমিুস সালাম।

এরা রাসূলদরে মাঝে 'উলুল আযম' (দৃঢ় প্রতজ্ঞি) লবকধারী। আল্লাহ তায়ালা বলনে: "অতএব আপনি ধর্যৈ ধারণ করুন যমেন ধর্যৈ ধারণ করছেলিনে দৃঢ় প্রতজ্ঞি রাসূলগণ।" (সূরা আহকাফ: ৩৫)

কুরআন কারীমরে দুটি স্থানে তাদরে নাম উল্লখে করা হয়ছে।

আল্লাহ তায়ালা বলনে: "আর স্মরণ করুন, যখন আমরা নবীদরে কাছ থকেে অঙ্গীকার গ্রহণ করছেলিাম এবং আপনার কাছ

থকেওে, আর নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্ৰ ঈসার কাছ থকেওে। আর আমরা তাদরে কাছ থকেে গ্রহণ করছেলিাম দৃঢ় অঙ্গীকার।” (সূরা আহযাব: ৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলনে: “তনিি তোমোদরে জন্য বধিবিদ্ধ করছেনে দ্বীন, যার নর্িদশে দযিছেলিনে তনিি নূহকে, আর যা আমরা ওহী করছেি আপনাকে এবং যার নর্িদশে দযিছেলিাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতষ্ঠিতি কর এবং তাতে বভিদে সৃষ্টি কর না। আপনি মুশরকিদরেকে যার প্রতি ডাকছনে তা তাদরে কাছে কঠনি মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার দ্বীনরে প্রতি আকৃষ্ট করনে এবং যে তাঁর অভমিুখী হয় তাকে তনিি দ্বীনরে দকিে হদোয়াত করনে।” (সূরা শূরা: ১৩)

আল্লাহ যাদরেকে মর্যাদা প্রদান করছেনে, তাদরেকে এমন বশিষে কছিু দয়িছেনে, যার কারণে তাদরেকে মর্যাদা দওেয়া আবশ্যক হয়ে গয়িছে।ে

কুরতুবী তার তাফসীরে (৩/২৪৯) বলনে: “তাদরে কছিু সংখ্যককে অন্যদরে উপর প্রাধান্য দওেয়ার বষিয়টা সইে কছিু সংখ্যককে প্রদত্ত কছিু মর্যাদা ও মাধ্যমরে ভত্তিতি।ে” [সমাপ্ত]

তনিি নূহকে যমীনবাসীর প্রতি প্রথম রাসূল হসিবেে প্ররেণ করে সম্মানতি করছেনে। তাকে ‘কৃতজ্ঞ বান্দা’ বলে অভহিতি করছেনে।

ইব্রাহীমকে ‘খলীল’ (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হসিবেে গ্রহণ করে মর্যাদা দয়িছেনে। “আর আল্লাহ ইবরাহীমকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করছেনে।” (সূরা নসিা: ১২৫) তাকে বানয়িছেনে মানুষদরে ইমাম: “তনিি বললনে: নশ্চিয় আমি আপনাকে মানুষরে ইমাম বানাবো।” (সূরা বাকারা: ১২৪)

মুসার সাথে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে তাকে সম্মানতি করছেনে। “তনিি বললনে, হে মূসা! আমি আপনাকে আমার রসিালাত ও বাক্যালাপ দযিে মানুষরে উপর বছেে নযিছে;ি কাজইে আমি আপনাকে যা দলিাম তা গ্রহণ করুন এবং শোকর আদায়কারীদরে অন্তর্ভুক্ত হনে।” (সূরা আ’রাফ: ১৪৪) আল্লাহ তাকে নজিরে জন্য প্রস্তুত করছেনে: “আর আমি আপনাকে আমার নজিরে জন্য প্রস্তুত করে নয়িছে।ি” (সূরা ত্বহা: ৪১) তাকে নজিরে দৃষ্টসীমার মাঝে প্রস্তুত করছেনে: “আর যাতে আপনি আমার চোখরে সামনে প্রতপিালতি হন।” (সূরা ত্বহা: ৩৯)

ঈসাকে তনিি মর্যাদাবান করছেনে তাকে রাসূল বানয়িে, তাঁকে মারইয়ামরে প্রতি নক্ষিপেক্ত শব্দ বানয়িে এবং আল্লাহর পক্ষ থকেে রূহ বানয়িে। তনিি কোলে থাকা অবস্থায় মানুষরে সাথে কথা বলতনে।

আরো এক দকি থকেে নবীরা একে অন্যরে উপর মর্যাদা লাভ করে:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা রাহমিাহুল্লাহ মাজমূউল ফাতাওয়া (৩৪/৩৫)-তে বলনে: “আদতে কছিু নবুয়তরে মাঝে আছে রাজত্ব। সুতরাং নবীর তনি অবস্থা হতে পার:ে

- যাকে মথি্যা প্রতপিন্ন করা হয়। তার অনুসরণ করা হয় না ও তার আনুগত্য করা হয় না। তনিি হলনে এমন নবী যাকে রাজত্ব দওেয়া হয়নি।
- অথবা তার আনুগত্য করা হয়। তার এই আনুগত্য করাটাও একটা রাজত্ব। কন্িতু তনিি যদি শুধু এমন নর্িদশে প্রদান করনে যে নর্িদশে প্রদানরে ব্যাপারে তনিি আদষ্টি হয়ছেনে, তাহলে তনিি দাস ও রাসূল, তাঁর কোনো রাজত্ব নইে।
- আর যদি তনিি যে কাজকে বধৈ বলতে চান সটোর নর্িদশে দতিে পারনে, তাহলে তনিি রাজার মর্যাদায়। যমেনটা সুলাইমানকে বলা হয়ছেলি: “এটা আমাদরে অনুগ্রহ, অতএব এ থকেে আপনি অন্যদরেকে দতিে বা নজিে রাখতে পারনে। এর জন্য আপনাকে হসিাব দতিে হবে না।” তনিি হলনে নবী ও রাজা।

সুতরাং ‘রাজা’ এখানে ‘দাস’ ও ‘রাসূল’ এই প্রকাররে বপিরীত প্রকার। যমেনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়ছেলি: ‘আপনি বাছাই করুন, হয় বান্দা ও রাসূল, নতুবা রাজা ও নবী।’ আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অবস্থা হলো: তনিি ছলিনে এমন বান্দা ও রাসূল যনিি সাহায্যপ্রাপ্ত, আনুগত্যপ্রাপ্ত ও অনুসরণীয়। তাকে আনুগত্যপ্রাপ্ত ও অনুসরণীয় হওয়ার সুবধিা প্রদান করা হয়ছেলি, যনে তনিি তার অনুসারীর সমান নকেী অর্জন করনে এবং যাতে সৃষ্টকিুল তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়, তাঁর কারণে অনুগ্রহ লাভ করে এবং তনিওি যনে তাদরে কারণে অনুগ্রহ লাভ করনে। তনিি ‘রাজা’ হওয়াকে বাছাই করনেনি; যাতে তার আখরিাতরে প্রাপ্যাংশ কমে না যায়। কনেনা রাজা হলে নতেৃত্ব ও সম্পদ ভোগরে সুযোগ পাওয়া যায়। আর আল্লাহর কাছে রাজা-নবীর চয়েে বান্দা-রাসূলরে মর্যাদা বশেি। আর এ কারণইে নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর কাছে দাউদ, সুলাইমান ও ইউসুফরে চয়েে বশেি মর্যাদার অধকিারী।” [সমাপ্ত]

আমরা আল্লাহর কাছে নবীদরে মর্যাদার স্তররে ববিরণ এভাবে দতিে পারি। আল্লাহর কাছে সবচয়েে মর্যাদাসম্পন্ন হলনে ‘দৃঢ়-প্রতজি্ঞ’ রাসূলরা। আর ‘দৃঢ়-প্রতজি্ঞ’ নবীদরে মাঝে সবচয়েে সম্মানতি হলনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “আমি কয়িামতরে দনি আদম সন্তানদরে সর্দার হবো এবং আমইি প্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে যাব।ে আমইি প্রথম সুপারশিকারী এবং প্রথম সুপারশি গৃহীত ব্যক্তি।” [হাদীসটি ইমাম মুসলমি (৪২২৩) বর্ণনা করছেনে]।

এছাড়া নাম উল্লখেরে ক্ষত্রেে যে বন্যিাস ও মর্যাদা প্রদানরে বষিয় আছ,ে তার কোনো দলীল কুরআন ও রাসূলরে সুন্নাহতে নইে। মুসলমিরে জন্য কৃত্রমিভাবে সটোর অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা নইে। সে কারণে আলমেদরে কউে আকীদা ও উসূলুস সুন্নাহর বইসমূহে সগেুলোর কোনোটি উল্লখে করনেনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।